ব্যক্তিগত ঘটনা দিয়ে লেখাটি শুরু করি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে এক বছর স্যাবাটিক্যাল ছুটি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে খুলনার নতুন ভাড়া বাস
প্রাদুর্ভাব। বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষ এ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মারা যেতে থাকেন। বাংলাদেশেও করোনাভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আমি সপরি
একপর্যায়ে বাংলাদেশেও শুরু হয় 'শাটডাউন' এবং 'লকডাউন'। আমরা সর্বক্ষণ ঘরে থাকি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি; কিন্তু
ডিপ্রেশনে ভুগেছেন। এমন অবস্থা করোনা রোধের জন্য প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। আমি ভাবি, ঘরে বসে কেমন করে
লাগে না। কিছু লেখালেখির চেষ্টা করি। এমন সময় আমার স্কুলবন্ধুদের 'স্কুলফ্রেন্ডস' নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের খবর পাই। আমাকে
উদগ্রীব হয়ে সানন্দে 'স্কুলফ্রেন্ডস'-এ যোগদান করি।

এ গ্রুপে যোগ দিয়ে বহু বছর পর অনেক বন্ধুর ছবি দেখে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দে আপ্লুত হই। অন্য সবার মতো গ্রুপে মাঝেমধ্যে ছবি ও স্ট্যাটাস দিই। এ গ্রুপে সময় কাটিয়ে প্রথমদিকে বেশ আনন্দ পাই। কিন্তু কয়েকদিন পর লক্ষ করি, এদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়ার্কি-ফাজলামি করা, ফান করা, যৌন রসাত্মক গল্প বিনিময় করা, ঝগড়াঝাঁটি করা এবং দুষ্টুমি করে পরস্পরকে গালি দেওয়া। আর খেলা থাকলে সে খেলা দেখা এবং সে সম্পর্কে মতামত বিনিময় করা। অবশ্য কোনো বন্ধু অসুস্থ হলে তার জন্য এরা ভার্চুয়াল দোয়া পরিচালনা করে। অসুস্থ বন্ধুকে পরামর্শ দেয় এবং দেখভাল করে। গরিব সহপাঠীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু সুশিক্ষিত ন
করে না। বিশেষ করে স্বদেশি রাজনীতিতে এদের মারাত্মক অ্যালার্জি, যদিও বিদেশি রাজনীতি নিয়ে তাদের কেউ কেউ দু-একবার আলোচনা করে।

আমি বিপন্ন বোধকরি। কারণ, প্রায় ৪০ বছর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি পড়াই। সমসাময়িক স্বদেশি রাজনীতির ওপর পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লি
করোনা পরীক্ষা না করে ভুয়া সনদপত্র বিক্রয় ব্যাবসা, ক্যাসিনোকাণ্ড, গণতন্ত্রহীনতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ে পত্রিকায় অ
সেসব শেয়ার করিনি। কারণ, সরকার বা প্রশাসনের সমালোচনা করতে বা শুনতে বন্ধুদের অনীহার বিষয়টি আমি বুঝতে পারি। এক পর্যায়ে বলি,
করতে না পারি, তাহলে আর কার সঙ্গে শেয়ার করব? আরও বলি, তোমরা যদি নীতিমালা পাস করে গ্রুপে রাজনৈতিক স্ট্যাটাস দেওয়া নিষিদ্ধ ক
একপর্যায়ে তারা সে রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আমি গ্রুপে স্ট্যাটাস দেওয়া থেকে বিরত থাকি। আমার প্রিয় বন্ধুরা সব উচ্চশিক্ষিত।
প্রকৌশলী, চাকরিজীবী, আবার অনেকে অবসরপ্রাপ্ত। কেউ কানাডাপ্রবাসী ব্যবসায়ী, কেউ সিঙ্গপুরপ্রবাসী ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও বিভিন্ন দে
ভাবলেও মনটা ভালো লাগে।

প্রায় সোয়া দুই দশক আগে এমন স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকেই ফরীদ জাকারিয়া তার বহুলপঠিত প্রবন্ধ 'দ্য রাইজ অব ইললিবারেল ডেমোক্র্যাসি বলেছেন। এমন গণতান্ত্রিক সরকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এ গণতন্ত্রে দুর্নীতি প্রাধান্য পায়। সভা-সমাবেশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীন বিরোধিতার ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করা হয়। স্বৈরতন্ত্রের অন্য আরও অনেক বৈশিষ্ট্য এমন সরকার ধারণ করে নিজেদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সর

এমন তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার সব সময় সুস্থ রাজনীতিকে ভয় পায়। কারণ, তারা জানে, অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক কাজের জন্য তারা জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে। হামলা-মামলায় জর্জরিত নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং করে তারা ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও পোশাকধারী বা সুবিধা ও পদ-পদবি দিয়ে এমন সরকার সুশীল সমাজের সদস্য ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে ক্রয় করে। আর চেষ্টা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মানুষ সব বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন। যোগ্য, শিক্ষিত ও সচেতনরা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে নিজেদের রা মানুষ রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ায় দেশে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ঘটে। এমন অজনপ্রিয় রাজনীতিবিদরাই সুস্থ রাজনীতিকে ভয় পান।

আমার হোয়াটসঅ্যাপের 'স্কুলফ্রেন্ডস' গ্রুপের উচ্চশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলবন্ধুদের রাজনীতির প্রতি যুগপৎ অ্যালার্জি ও ভীতি দেখে আমি বিস্মিত যখন রাজনীতিকে এতটা এড়িয়ে চলতে চান, তাহলে সাধারণ মানুষ তো রাজনীতিবিমুখ হবেনই। আর একটি দেশের অধিকাংশ মানুষকে যদি রাজনীতিবিমুখ করতে পারে, তাহলে তাদের ক্ষমতার মেয়াদ দীর্ঘ করতে সুবিধা হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে সারা জীবন সরকারি চাকরি ক করে ধার্মিক লেবাস ধারণ করে এক শ্রেণির লোক যেমন নীতিবাক্য আওড়ান, আমার প্রিয় স্কুলবন্ধুদের আমি তেমন ভাবি না। ভাবতে চাই না ফায়দা লুটে এখন রাজনীতিবিমুখ হয়েছেন। তবে তা না হলে সচেতন ব্যক্তি হয়েও বাল্যবন্ধুদের প্ল্যাটফরমে রাজনৈতিক আলোচনার ওপর তাদে আমার কাছে বেশ কঠিন মনে হয়। একইভাবে ক্ষমতাসীন সরকার সুস্থ ধারার রাজনীতির চর্চা উৎসাহিত করতে ভয় পায়। কারণ, এমন রাজনীতি আবারও ক্ষমতায় আসতে পারবেন কি না, তা হয়তো তারা জানেন। এ জন্য সরকারও স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে ভয় পায় বলে প্রতীয়মা সুস্থ রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বিবেকসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সক্রিয় হওয়া দরকার।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

akhtermy@gmail.com